

৫০টি থানায় সাড়ে ৪ হাজার গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করার উদ্যোগ

॥ এনামুল হক কাশেমী ॥

বান্দরবান, ১৭ই সেপ্টেম্বর।- দেশের ৩০টি জেলার ৫০টি থানায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১-এর আওতায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)গুলোর মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগ প্রজেক্ট প্রকল্পসহ আবেদনপত্র আহ্বান করেছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষদিন।

সূত্রে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন এলাকার ১৫-২৪ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার উক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে।

সরকার ঘোষিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের কর্ম এলাকা হচ্ছেঃ বান্দর-বানের লামা ও রোয়াংছড়ি, খাগড়াছড়ির মানিকগঞ্জ ও মাটিরাসা, কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া ও মানিকগঞ্জ সদর, টাঙ্গাইলের মধুপুর ও কালিহাতি, শেরপুরের কিনাইগাতি, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া, ঈশ্বরগঞ্জ ও ফুলপুর, জামালপুরের বক্সীগঞ্জ ও দেয়ান-গঞ্জ, নেত্রকোনার মদন ও পূর্বধলা,

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর, কামরগঞ্জ ও কটিয়াদি, শরিয়তপুরের দামুড্যা, রাজ-বাড়ীর পাংশা, লক্ষ্মীপুরের রামগতি, কুমিল্লার নাসিরনগর ও বাজারামপুর, সুনামগঞ্জের দিরাই ও জগন্নাথপুর, হবি-গঞ্জের বানিয়াচং ও বাহুবল, ঠাকুরগাঁও-এর বালিয়াডাঙ্গা, রংপুরের গঙ্গাচড়া ও তারাগঞ্জ, কুড়িগ্রামের রাজারহাট ও উলি-পুর, গাইবান্ধার গাইবান্ধা সদর ও সুনস-গঞ্জ, নাটোরের বড়াইগ্রাম, নওয়াবগঞ্জের ভোলাহাট, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া, সাত-ক্ষীরার সাতক্ষীরা সদর ও কলারোয়া, ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ড, মাগুরার মাগুরা সদর, মেহেরপুরের গাংনী, পটুয়াখালীর গলাচিপা এবং বরগুনার পাখরঘাটা।

৫০টি থানার ১৯টি ইউনিয়নে স্থাপন করা হবে ৪ হাজার ৫শ'টি কেন্দ্র। কেন্দ্র-গুলোতে ১ লাখ ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী সাক্ষরতা অর্জনে সক্ষম হবেন।

এক বছর মেয়াদি এ কর্মসূচিতে প্রতিটি ইউনিয়নে ৪৫টি করে কেন্দ্র থাকবে এবং প্রত্যেক কেন্দ্রে ২ হাজার ৭শ' নিরক্ষর লোক শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাবেন।

এছাড়া ৩শ' জন প্রকল্প সুপারভাইজার এবং ৪ হাজার ৫শ' জন শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।